গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৪ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd

বিষয় : জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৭ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	০৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার
সময়	:	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং- ৪০৬, ভবন নং-০৬)
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট- 'ক'

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ এর নির্বাহী কমিটির সভাপতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতেই উপস্থিত সকল সদস্য নিজ নিজ পরিচয় উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সমগ্র দেশের পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, আইনের ধারা ৪ মোতাবেক ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" গঠিত রয়েছে যার চেয়ারপারসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। উক্ত পরিষদ এর কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইনের ধারা ৯ এ পরিষদের একটি ২৪ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি গঠিত রয়েছে যার সভাপতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী। নির্বাহী কমিটির সর্বশেষ ১৬তম সভা গত ০৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ৪ বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও করোনা মহামারীর কারণে সভা করা সম্ভব হয়নি। উক্ত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গত ১৬ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং বিধি-১৭ এর বিধানমতে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস (২০২০) নামে ৩টি নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে যা জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে আরো শক্তিশালী করেছে। এপর্যায়ে তিনি নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব ওয়ারপো এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন'কে আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে ওয়ারপোর মহাপরিচালক সভার বিষয়বস্তু পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচী-১ : ১৬তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ওয়ারপোর মহাপরিচালক গত ০৪ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কমিটির সদস্যদের কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা আহ্বান করেন। তিনি ১৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনকালে বলেন, মূলত খসড়া বাংলাদেশ পানি বিধি-২০১৭ চূড়ান্তকরণের বিষয়ে গত সভায় বিভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়, যা প্রতিপালন করে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন (২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আইন বাস্তবায়নের স্বার্থে ইতোমধ্যে ওয়ারপো শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে ঢাকা ব্যতীত ৭টি বিভাগীয় শহরে জেলা কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ৫৬টি জনবল অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন ৩টি জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট এর ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে অন্তর্ভূক্তকরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচী-২ : পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

ওয়ারপো মহাপরিচালক জানান যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ১২ নং আইন) দ্বারা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) গঠিত হয়। পানি সম্পদ খাতে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমিক হালনাগাদকরণ, পানি সম্পদ খাতে নীতি প্রণয়ন, জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (NWRD & ICRD) প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নসহ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্বাহী কমিটিকে প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ও অনাপত্তিপত্র প্রদান ওয়ারপোর অন্যতম প্রধান কার্যাবলী।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা ৬ মোতাবেক সংস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠিত আছে যার চেয়ারম্যান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী। বর্তমানে ওয়ারপোর অনুমোদিত জনবল সংখ্যা ১৪৩ জন (তন্মধ্যে কর্মকর্তা ৭৯ জন এবং কর্মচারী ৫৭ জন)।

১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ অর্জনেরর মধ্যে জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯), জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১), বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ প্রনয়ণ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন (২০২০), খসড়া শিল্প খাতে পানি ব্যবহার নীতি (২০২০), পানির ছায়া মূল্য (২০২১) এবং প্রকল্প ছাড়পত্রের অনলাইন আবেদন টুলস (২০২১) উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্যসূচী-৩ : বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ওয়ারপোর মহাপরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে অদ্যবধি ২১টি (বিভাগীয় পর্যায়ে ১টি ও জেলা পর্যায়ে ২০টি) কর্মশালা মাঠ পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিভাগ ও জেলাগুলোতেও এই মতবিনিময় কর্মশালা পর্যায়ক্রমে আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

তিনি আরো জানান, নির্বাহী কমিটির পক্ষে মহাপরিচালক, ওয়ারপো কর্তৃক অদ্যবধি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ মোতাবেক বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার ৩৯৪টি পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র ও অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট ১৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ও পানি ব্যবহারকারী ১০০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আইনের ধারা ১৬ অনুসরণপূর্বক ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ২৯(১), ৩০(১) এর সাথে ধারা ৩২ ও ৩৩ এর অসামঞ্জস্যতা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বিজ্ঞ সুপ্রীম কোর্ট এর রায় মোতেবক প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত কোর্ট এর মাধ্যমে ২ (দুই) বছরের অধিক সাজা প্রদান করা যাবে না এবং ধারা ৩৩ এর উল্লেখ মোতাবেক ফৌজদারি কার্যবিধিরও প্রয়োগ হবে না। এমতাবস্থায়, আইনের উক্ত ধারাসমূহের পরিমার্জন ও সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, ধারা ৩৬ এর আলোচনাকালে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন কোন মামলা বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার জন্য ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে রেভিনিউ ডেপুটি কালেকটর (আরডিসি) বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাকে ও উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাকে মহাপরিচালক কর্তৃক লিখিত অভিযোগ দায়ের করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর পরবর্তী (৯ম) সভা আয়োজন করতে হবে। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ বাস্তবায়নের স্বার্থে তিনি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সেবা গ্রহণের শর্ত হিসেবে নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ প্রদান করেন ।

জনাব কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আলোচনায় বলেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ মোতাবেক প্রকল্পের ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করতে হবে। 'পরিবেশ অধিদপ্তর' এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ছাড়পত্র প্রদান বিবেচনা করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, "কৃষিকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮" মোতাবেক প্রতিটি উপজেলায় সেচ কাজে নলকূপ স্থাপনের অনুমতি প্রদানের জন্য কমিটি রয়েছে। ফলে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে উক্ত আইনের সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

আলোচ্যসূচী-৪ : ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা।

ওয়ারপো মহাপরিচালক তার উপস্থাপনায় বলেন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার ও উত্তোলন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের মজুদ ও প্রাপ্যতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অপরিকল্পিত পানি উত্তোলনের

ফলে দেশের বিভিন্ন জেলায় খাবার পানি সংকটসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও সর্বনিম্ন নিরাপদ আহরণ সীমা নির্ণয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৯ মোতাবেক হাওর অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র দেশের ৫৪টি জেলায় সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ছাড়পত্র/অনাপত্তি প্রদান কার্যক্রমকে আরো বিজ্ঞানভিত্তিক ও সহজ করবে, যা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে সহায়ক।

তিনি উপস্থাপনায় আরো বলেন, বর্তমানে ওয়াসা, বিএডিসি, ডিপিএইচই, বিএমডিএ, সিটি কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব কর্মপরিধি ও আইনী কাঠামো মোতাবেক প্রতিনিয়ত ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে যাচ্ছে, যা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করা আবশ্যক।

জনাব কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে বলেন, বর্তমানে পানি খাতের বিভিন্ন সংস্থার নিকট পানির টেবিল ও পানির গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য থাকলেও ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ সম্পর্কে অদ্যবধি কোন তথ্য জানা নাই। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৯ মোতাবেক ভূ-গর্ভস্থ পানির মজুদ ও নিরাপদ আহরণসীমা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ওয়ারপো কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে।

আলোচ্যসূচী-৫ : পানি খাতে নীতি প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।

ওয়ারপো মহাপরিচালক বলেন, শিল্পখাতে পানির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য খাতে পানির প্রাপ্যতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যৎ চাহিদা মোকাবেলায় ওয়ারপো কর্তৃক খসড়া শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতি (২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ১৯৯৯ সালে প্রণীত জাতীয় পানি নীতি পানি সম্পদ খাতের বর্তমান বিভিন্ন নতুন নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনা যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, পানির মূল্য নির্ধারণ, অংশীজনদের অংশগ্রহণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন প্রভৃতি বিবেচনায় হালনাগাদের প্রয়োজন হতে পারে।

আলোচ্যসূচী-৬ : পানির মূল্য নির্ধারণে নীতিমালা প্রণয়ন।

ওয়ারপো মহাপরিচালক জানান, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩ (১) এ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের পানির অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের সীমানাভূক্ত ভূ-পরিস্থ, ভূ-গর্ভস্থ, সামুদ্রিক, বৃষ্টিজাত ও বায়ুমন্ডলের পানির সকল অধিকার জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত রয়েছে। আইনের ধারা ৮ (৩) ও ৩৭ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এ পানির মূল্য নির্ধারণ করার জন্য উল্লেখ রয়েছে। পানি সম্পদের সুষম বন্টন, সমন্বিত ব্যবহার ও পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং পানির অধিকার নিশ্চিতে, পানি দূষণে জরিমানা আদায় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ পানি ব্যবহারকারীদের নিকট হতে একটি গ্রহণযোগ্য রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত পানির মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক।

কমিটির সভাপতি এ প্রসঙ্গে বলেন, ওয়ারপো এর কারিগরী কমিটি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে পানির মূল্য নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা ১১ মোতাবেক গঠিত কারিগরী কমিটি এর কার্যপরিধিতে পানির মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে বলে জনাব মোঃ মামুন-আল রশীদ, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন অভিমত দেন।

জনাব কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আলোচনায় বলেন, কারিগরী কমিটি পানির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার WMOs সহ ওয়ার্ডভিত্তিক WatSan কমিটিগুলোর মতামত বিবেচনায় নিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন, পানির অপচয় রোধ করার জন্য পানির মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ মজিবুর রহমান বলেন, বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠান কৃষক/উপকারভোগী পর্যায়ে পানির কোন মূল্য আদায় করে না। তবে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয়ের ৩% উপকারভোগী থেকে এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ আরো ১.৫% অর্থ আদায় করে থাকে।

আলোচ্যসূচী-৭ : ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ বিষয়ে কমিটির সদস্য-সচিব তার উপস্থাপনায় জানান, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, আইন প্রয়োগ, পরিদর্শন ও জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পানি সম্পদের সমন্বিত ব্যবহার, বিতরণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা উন্নত করা প্রয়োজন। নির্বাহী কমিটির পক্ষে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সুসমন্বয়ের স্বার্থে "পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা"নামক সংস্থাটিকে "পানি সম্পদ অধিদপ্তর" নামক অধিদপ্তর এ রূপান্তর করা আবশ্যক।

মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭টি বিভাগীয় শহরে জেলা কার্যালয় স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে এবং জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার জনবল ও সদর দপ্তরের জনবল প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যায়েও দপ্তর স্থাপন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

আলোচ্যসূচী-৮ : বিবিধ।

জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানে মানুষের যে পাঁচটি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে খাদ্য অন্যতম। খাবার পানি এই খাদ্যের অংশ বিবেচিত হবে বলে বিজ্ঞ সুপ্রীম কোর্ট এর রায় রয়েছে।

জনাব বেগম হাবিবুন নাহার$_{এমপি}$, মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আলোচনায় বলেন, তার নির্বাচনী এলাকা বাগেরহাট-৩ (রামপাল-মোংলা) এ খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। পুরো উপজেলায় ১টি মাত্র মিঠা পানির পুকুর রয়েছে। ফলে সমগ্র উপজেলার মানুষ খাবার জন্য মিঠা পানির তীব্র সংকটে ভুগছে। চারদিকে লোনা পানির সমাহার থাকায় জমিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় তিনি নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে এ সমস্যা উত্তরণে সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব আরমা দত্ত, মাননীয় সংসদ সদস্য (মহিলা আসন-১১) জানান যে, পানি একটি বহুখাতে ব্যবহৃত অমূল্য সম্পদ। যার সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিষয়। তিনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিক যেন খাবার ও গৃহস্থালি কাজে সুপেয় পানি পায়, তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

জনাব কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে সকল অসঙ্গতি ও নতুন নতুন সমস্যা দেখা যাচ্ছে, তা উত্তরণের জন্য আইন সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। এ লক্ষ্যে আইনটি সংশোধনের প্রস্তাব "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এ উত্থাপিত হতে পারে। তিনি পানির মূল্য পর্যালোচনার জন্য পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা ১১ মোতাবেক কারিগরী কমিটিকে সভা আহ্বানের অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে কারিগরী কমিটিতে প্রয়োজনীয় সদস্য কো-অপ্ট ও এর বর্ধিত কর্মপরিধি সংযোজনের জন্য বলেন। তিনি আরো বলেন, বাণিজ্যিকসহ সকল শিল্পখাতে কতটুকু পানি ব্যবহার করল, কতটুকু পানি পরিশোধন করে পরিবেশে উন্মুক্ত করল এবং কতটুকু পানি অন্য খাতে ব্যবহৃত হল তা আমাদের নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানিকে সকল প্রকার দূষণ থেকে রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন এর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক বিশ্লেষণীতে পানির ছায়ামূল্য বিবেচনায় নিতে হবে।

জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন, পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী চলমান সভায় দৃঢ়করণ করে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা সময় সাপেক্ষ। এমতাবস্থায়, কার্যবিবরণী মোতাবেক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে তা সকল সদস্যকে অবহিত করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বলেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৫ এর অধীন বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ জারী হওয়ায় ধারা ১৬ অবিলম্বে কার্যকরকরণের লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারী করতে হবে।

জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, "কৃষিকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮" এর সাথে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেচ কাজে পানির মূল্য বিএডিসি ও বিএমডিএ আদায় করছে। এক্ষেত্রে তিনি পানির মুল্য নির্ধারণের পূর্বে এ সকল সংস্থার সাথে আলোচনার প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন আলোচনায় বলেন, ভু-গর্ভস্থ পানির তথ্য জাতীয় স্বার্থে ব্যাপকভাবে প্রচার না করা সমীচীন হবে। কেননা আন্তঃদেশীয় বিভিন্ন স্বার্থ এর সাথে জড়িত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য কেবলমাত্র চাহিদার ভিত্তিতে বিবেচনা করে সেবা প্রত্যাশীর নিকট সরবরাহ করা যাতে পারে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

(ক) কোন সংশোধনী না থাকায় ১৬তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

(খ) নির্বাহী কমিটির সদস্য-সচিব মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক অদ্যবধি প্রদত্ত ৩৯৪টি ছাড়পত্র/ অনাপত্তি পত্রের কার্যোত্তর অনুমোদন দেয়া হয়।

(গ) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর বিভিন্ন অসঙ্গতি ও বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯) হালনাগাদের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণে ওয়ারপো প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঙ) খসড়া Industrial Water Use Policy (2020) চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(চ) সকল সরকারি-বেসরকারি পানি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ব্যক্তিকে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তাদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। ওয়ারপো উক্ত ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছাড়পত্র গ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সমন্বয় করবে।

(ছ) সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার কেন্দ্রীয়ভাবে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) সমন্বয় করবে এবং এ বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

(জ) শহর ও পল্লী অঞ্চলে ব্যক্তি বা সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপনা নির্মাণ, শিল্প স্থাপন বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে পানির ব্যবহার বা নলকূপ স্থাপনের অনাপত্তি গ্রহণের বিষয়টিও বাধ্যতামূলক করার জন্য ওয়ারপোকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(ঝ) পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ওয়ারপো প্রয়োজনীয় সমীক্ষা/ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং এ সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করবে।

(ঞ) প্রস্তাবিত 'সমগ্র দেশের ৫৪ জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারকস্তরের সর্বনিম্ন নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ" শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন ও ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে।

(ত) বাণিজ্যিকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারী/ ব্যবহারকারীদের নিকট থেকে পানির মূল্য বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য রাজস্ব বা Royalty আদায়ের লক্ষ্যে ওয়ারপো'র 'কারিগরী কমিটি'র মাধ্যমে একটি নীতিমালা ও তদুদ্দেশ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং সে মোতাবেক সরকার কর্তৃক পানির মূল্য নির্ধারণ সাপেক্ষে ওয়ারপো কর্তৃক পানি সম্পদ ব্যবহারকারী/ ভোগকারীদের নিকট থেকে সরকারের পক্ষে একটি গ্রহণযোগ্য রাজস্ব আদায় হবে।

(থ) পানির মূল্য পর্যালোচনার জন্য ওয়ারপো কারিগরী কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। কারিগরী কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মতামত বিবেচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করবেন।

(দ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা ১১ মোতাবেক কারিগরী কমিটি এর কার্যপরিধি নিরূপণ করতে হবে।

(ধ) "পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা"নামক সংস্থাটিকে "পানি সম্পদ অধিদপ্তর" নামক অধিদপ্তর এ রূপান্তর করার বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রকাশ করা হয়। উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(ন) ওয়ারপো এর ৭টি বিভাগীয় জেলা শহর ব্যতীত অবশিষ্ট ৫৭ জেলার জনবল অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এবং সদর দপ্তর এর জনবল জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

(ট) বরেন্দ্র এলাকায় ও উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে মিঠা পানির সংকট রয়েছে, সেখানে মিঠা পানির কোন পুকুর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতীত ইজারা বা খাবার পানি ব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া যাবে না।

(ঠ) "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর পরবর্তী (৯ম) সভা আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সভাপতি
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি

সদয় অবগতি/ অবগতি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
২। মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
৩। মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
৪। মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
৫। মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
৬। মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
৭। জনাব আরমা দত্ত, মাননীয় সংসদ সদস্য ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক, পিআরআইপি ট্রাস্ট, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি (সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি)।
৮। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
৯। সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১০। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১২। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১৩। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১৪। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১৫। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১৮। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
১৯। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
২০। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি।
২১। জনাব ইশতিয়াক উদ্দিন আহম্মদ, সাবেক কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আইইউসিএন বাংলাদেশ, ঢাকা ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি (সরকার কর্তৃক মনোনীত পানি বিশেষজ্ঞ)।
২২। ড. এম. মনোয়ার হোসেন, সাবেক নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম, ঢাকা (সাবেক অধ্যাপক, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ ও ডীন, পুরকৌশল অনুষদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ও সদস্য, নির্বাহী কমিটি (সরকার কর্তৃক মনোনীত পানি বিশেষজ্ঞ)।

অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সভাপতি, নির্বাহী কমিটি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ঢাকা।

১২। সদস্য মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৬। অফিস/মাস্টার কপি।

২৪/৮/২২

(মোঃ দেলওয়ার হোসেন)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ওয়ারপো
ও
সদস্য-সচিব, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি
ফোন: ৪৪৮১৯০০৬
ইমেইল: dg@warpo.gov.bd

০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত
"জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ" এর নির্বাহী কমিটি'র ১৭তম সভায় উপস্থিত সম্মানীত
সদস্য/কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	সম্মানীত সদস্য/কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার নাম	ফোন নম্বর/মোবাইল/ ই-মেইল	স্বাক্ষর
১।	শ ম রেজাউল করিম, এমপি মাননীয় মন্ত্রী	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	—	
২।	বেগম হাবিবুন নাহার, এমপি মাননীয় উপমন্ত্রী	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	—	
৩।	AROMAD U[illegible]A	—	0171153 9943	[illegible]
৪।	মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী সচিব	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	01755511505	[illegible] ৫/১/২০২২
৫।	মো: মামুন-আল-রশীদ সদস্য	পরিকল্পনা কমিশন	01777760430	[illegible]
৬।	মো: মইনুল কবির সচিব	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	—	[illegible] 5/1/2022
৭।	মো: মোস্তফা কামাল সচিব	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন	01711-942022	[illegible] ৫/১/2022
৮।	মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতি: সচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়	01710997960	[illegible] 05.01.2022
৯।	ড: [illegible] [illegible]	[illegible]	01755574250	[illegible]
১০।	মো: কামরুল হাসান [illegible] যুগ্মসচিব (ভূমি মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	01712111374	[illegible] ৫/১/22
১১।	রফিকুল আলম [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১২।	মো: মাহফুজুর রহমান সদস্য	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ক্রমিক নং	সম্মানীত সদস্য/কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার নাম	ফোন নম্বর/মোবাইল/ ই-মেইল	স্বাক্ষর
১৩।	মো: মজিবুর রহমান সিকদার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	LGED	01711-595547 mojibur_64@yahoo.com	05/01/2022
১৪।	মো: [illegible] রহমান প্রধান প্রকৌশলী	DPHE	01711241546	
১৫।	সৈয়দা মাসুমা খানম উপসচিব, পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর	Dept. of Environment	01715050707	5.1.2022
১৬।	ফজলুর রশিদ মহাপরিচালক	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১৭১১৫৪১-৮৫২	
১৭।	মুহম্মদ ইবরাহিম অতিরিক্ত সচিব [illegible]	—	01713[illegible]220	
১৮।	জাহিদ ফারুক, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক, নির্বাহী কমিটি	
১৯।	মো: দেলওয়ার হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	WARPO সদস্য-সচিব, নির্বাহী কমিটি	01748291105	০৫/১/২২
২০।				
২১।				
২২।				
২৩।				
২৪।				
২৫।				